ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৫২৮ তারিখঃ ২৫/০৫/২০২১

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক প্রথম আলো"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার দ্বিতীয় পাতায় ২৫ মে, ২০২১ তারিখে প্রকাশিত **"যুক্তরাষ্ট্রে বসেই ঢাকার পানির দাম বাড়ালেন তাকসিম"** শিরোনামের সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন। শিরোনাম থেকেই এটা স্পষ্ট যে প্রথম আলোর প্রতিবেদক সচেতনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তকে ব্যক্তির কাজ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখাতে গিয়ে ব্যক্তিকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দেশের বাইরে অবস্থান করেও ঢাকাবাসীর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার যে প্রচেষ্টা তাকে কটাক্ষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চলমান ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। এটা ঢাকা ওয়াসার মত একটি অত্যাবশ্যক সেবা সংস্থা এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে জনগনের মাঝে হেয় করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না।

এ বিষয়ে উল্লেখ্য, দৈনিক প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের জানা উচিৎ ছিল যে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ওয়াসার পানির দাম বাড়ানো/কমানোর কোন ক্ষমতা রাখেন না। এটি সম্পূর্ণরুপে ওয়াসা আইন-১৯৯৬ মোতাবেক ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের এখতিয়ার। তাছাড়া ঢাকা ওয়াসা আইন অনুযায়ি মূদ্রস্ফীতির সাথে পানির দাম আংশিক সমন্বয় করেছে মাত্র। প্রথম আলোর মত একটি পত্রিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের নিশ্চয় বোঝা উচিৎ ছিল যে মূদ্রাস্ফীতির কারণে জিনিসের মূল্য বেড়ে যায় অর্থাৎ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বা মূল্যমাণ কমে যায়। একারণেই ঢাকা ওয়াসার পানির মূল্য যাতে উক্ত কারণে স্থিতিশীল রাখা যায় তার ব্যবস্থা ওয়াসা আইনে রাখা হয়েছে। প্রতি বছরই এ মূল্য এভাবে সমন্বয় করা হয়ে থাকে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। অথচ দৈনিক প্রথম আলো এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেন এরূপ ব্যবস্থা অতীতে কখনও গ্রহন করা হয় নাই এবং বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটার জন্য দায়ি।

বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির সাথে পানির দাম সমন্বয় ওয়াসার একটি রুটিন প্রক্রিয়া। গত কয়েক বছর মুদ্রাস্ফীতি ৫ শতাংশের উর্ধে হলেও (২০২০ সালে এই হার ছিল ৫.৬৪ শতাংশ) ঢাকা ওয়াসা মাত্র ৫ শতাংশ হারে মূল্য সমন্বয় করে থাকে। ওয়াসা আইনের কারণেই মূদ্রস্ফীতির সম্পূর্ণটা সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। নগরবাসীর সুষ্ঠু, টেকসই ও উন্নত প্রাহক সেবা প্রদানের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসা প্রতি বছরই এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে। তদুপরি ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে ভর্তুকি দিয়ে নগরবাসীকে সেবা দিয়ে আসছে এবং প্রস্তাবিত সমন্বয়ের পরও সেটা অব্যহত থাকবে।

২৫/৫/২০২১

পরিশেষে, ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল প্রতিবেদন প্রকাশের অনুরোধসহ প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৫/৫/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।